সিংহনাদে ভক্তগণ বলে হরি হরি।
চতুর্দ্দিকে ঘাটে পথে হরি হরি।।
অগণনা রামাগণে দিল হুলুধ্বনি।
স্বর্গমর্ত ভেদ করি উঠে জয়ধ্বনি।।
ঠাকুর গেলেন রামলোচনের ঘরে।
নাম পদ গান হয় গৃহবহির্দ্বারে।।
মেয়েরা যতেক সবে ছিল পাকশালে।
শুনে ধ্বনি সব ধনি ভাসে অশ্রুজলে।।
কিসের রান্না-বান্না কিসের হলুদবাটা।
অশ্রুতে ভেসে যায় হলুদ বাটা *পাটা।।
কুলবধূ ধাইতেছে হইয়া আকুল।
বালবৃদ্ধ ধাইতেছে সব সমতুল।।
ঠাকুরে দেখিব বলে সকলের মন।
পাকশালে মেয়েলোক নাই একজন।।
সকলে বলেছে গিয়া চৈতন্য বালায়।
"অদ্য বুঝি জাতিকুল না থাকে বজায়।।
নিমন্ত্রিত লোক যত সব এল এল।
পাকশালে লোক নাই উপায় কি বল?"
তাহা শুনি ক্রোধ করি বালা মহাশয়।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি মেয়েদের কয়।।
'ঠাকুরে দেখিয়া কারো নাহি স্মৃতিবাক্।
পাকশালে লোক নাই কে করিবে পাক্?'
বালাজী করেন রাগ কেহ নাহি মানে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে শুনেও না শুনে।।
কেহ বলে শুন বলি বালা মহাশয়।
জাতি গেল মান গেল কি হ'বে উপায়?
সামাজিক লোক সব হ'য়ে একতর।
সভা করি বসিলেন বাটীর ভিতর।।
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বালা মহাশয়।
সবে মিলে পরামর্শ করিলেন সায়।।

*পাটা — মসল্লাদি চূর্ণ করিবার সমতল প্রস্তর পাত্র।

ঠাকুরের কাছে গিয়া করহ বারণ।
চুপ করে থাক, কেন করে সংকীর্ত্তন।।
কিসের বা হরিধ্বনি কিসের কীর্ত্তন।
চুপ ক'রে না থাকে তো তাড়াও এখন।।
সবে বলে 'কে বলিবে ঠাকুরের ঠাঁই।
নিজে যান বালাজী অন্যের সাধ্য নাই।।'
ঠাকুরের নিকটেতে যায় বলিবারে।
বলিব বলিব ভাবে বলিতে না পারে।।
এক একবার যায় ক্রোধ করি মনে।
এবার তাড়া'ব গিয়া হরিবোলা গণে।।
ধেয়ে ধেয়ে যায় বালা অতি ক্রোধভরে।
যেই ঠাকুরের মুখচন্দ্র দৃষ্টি করে।।
আর নাহি থাকে ক্রোধ হয় মহাশান্ত।
মৌন হয়ে বসে যেন নৈষ্ঠিক মোহান্ত।।
সভাসদ লোক যত দেখিয়া বিস্ময়।
বলে একি হ'ল বল বালা মহাশয়?
বড় ক্রোধ করি যাও তাড়া'বার তরে।
চুপ করে ফিরে এস বাক্য নাহি সরে।।
দুই তিন বার গেলে হ'য়ে ক্রুদ্ধমন।
বলিতে না পার কিছু কিসের কারণ?
বাণীসূত তুল্য-বক্তা বাক্‌যুদ্ধে জয়।
কেন নাহি আস্ফালন বাক্য বা কোথায়?
বালা মহাশয় বলে 'তাই ভাবি মনে।
বলা কথা কেন যেন বলিতে পারিনে।।
আমাকে ভুলায় হেন নাহিক ভুবনে।
নিশ্চয় ঠাকুর কি মোহিনীমন্ত্র জানে।।
তাহা শুনি সবলোক হাসিয়া উঠিল।
কেহ বলে মাতবরের মাতব্বরি গেল।।
যেমন শ্রীকৃষ্ণ যায় হিত বুঝাইতে।
দুর্য্যোধনে বলে যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিতে।।
দুর্য্যোধন নাহি মানে কৃষ্ণ ফিরে যায়।
তার বাড়ী পঞ্চাশ ব্যঞ্জন নাহি খায়।।